দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN 15 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

অবরোধের নামে চট্টগ্রাম ভার্সিটিকে ফের উত্তপ্ত করার চেষ্টা

☐ সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা

অঞ্জন কুমার সেন, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অশান্ত করে তোলার জন্য একটি মহল আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। মৌলবাদী একটি ছাত্র সংগঠন আজ থেকে লাগাতার অবরোধের ডাক দিয়েছে। উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গামী সকল ট্রেন ও বাসে ব্যাপক পুলিশি প্রহরার পাশাপাশি ক্যাম্পাস এলাকায় সভা-সমাবেশের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এদিকে আজ থেকে আবাসিক ছাত্রদের জন্য হলগুলো খুলে দেয়া হচ্ছে। ক্যাম্পাসে সভা-সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গত ১৯শে ডিসেম্বর ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির ক্যাডারদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় ২ শিবির কর্মী নিহত হয়। এরপর কর্তৃপক্ষ ভার্সিটির আবাসিক হলের ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন এবং এ ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করলেও ছাত্র শিবিরের জঙ্গি কর্মীরা ভার্সিটি ক্যাম্পাস অবরোধের কর্মসূচি শুরু করে। ঈদের প্রাক্কালে এ কর্মসূচি স্থগিত করা হলেও আজ থেকে পুনরায় অবরোধের ডাক দিয়েছে ছাত্র শিবির। ডানপন্থী শিক্ষকরাও এ কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার জন্য ইতোমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন।

গতকাল ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভিসি ও প্রোভিসির বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়ার অভিযোগ এনে তাদের অপসারণ দাবি করেন। তিনি আজ থেকে ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালনের জন্য এবং ক্লাস-পরীক্ষাসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, অবরোধ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মৌলবাদী শক্তির জঙ্গি ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়গামী ট্রেন-বাসে হামলা পরিচালনা করাসহ নানান সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রস্তুতি নিয়েছে। পুলিশও এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গেছে। আরও জানা যায়, আজ ভোর থেকে ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

সূত্র জানায়, দিন কয়েক আগে বিরোধীদলগুলোর এক বৈঠকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের স্থগিত আন্দোলন কর্মসূচি পুনরায় শুরু করা হলে তাতে সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতোমধ্যে প্রধান বিরোধীদলগুলোর কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সাথে মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের জঙ্গি কর্মীদের বৈঠক হয়। বৈঠকে ভার্সিটি ক্যাম্পাসকে প্রয়োজনে 'রক্তক্ষয়ী' পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। প্রধান বিরোধীদলের এক প্রভাবশালী নেতা এ বিষয়টি সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানা গেছে।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ জহুরুল আলম চৌধুরী সইকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জ্ঞানার্জনের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও অভিভাবকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আজ বেলা ১০টায় আবাসিক হলসমূহ বৈধ আসনপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য খুলে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কোন ছাত্রছাত্রীকে আবাসিক হল বা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে ক্যাম্পাসে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

করা হয়। উল্লেখ্য, পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটিশেষে আগামীকাল রোববার ভার্সিটি ক্লাস চালু হচ্ছে।